আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস-২০২৪

দুর্যোগে নারীর সুরক্ষায় দরকার সচেতনতা সৃষ্টি এবং সরকারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ

সকলকে জানাই আজকের আয়োজনে স্বাগতম

উদ্দেশ্য

- *গ্রামীণ নারীর অবদানকে স্বীকৃতিদান ও তাদের অধিকারগুলোকে সবার সামনে তুলে ধরা ।*
- *গ্রামীণ উন্নয়নে নারীদের স্বীকৃতিস্বরূপ এই আয়োজন।*

জাতিসংঘ ২০০৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর এ অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের সভায় ১৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিক গ্রামীন নারী দিবস পালনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেয় । তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সংস্থা সম্পূর্ণ নিজের অর্থায়নে গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন করে আসছে ।

বিভিন্ন সময়ের প্রতিপাদ্য বিষয়–

১. নারীর প্রতি সাইবার অপরাধ দমনে সচেতনতা,
২. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও নারীর বহুমাত্রিক ঝুঁকি,
৩. করোনায় বাল্যবিয়ের হার বৃদ্ধি ,
৪. কোভিডকালীন নারীর প্রতি সহিংসতা ,
৫. শিশুর প্রতি যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণ বন্ধ ,
৬. পারিবারিক আয়ে নারীর অধিকারভিত্তিক ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণ ,
৭. সর্বক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ,
৮. কিশোরীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যনেবার অধিকার ,
৯. কীটনাশকের বিকল্প,

প্রেক্ষাপট

১. আগস্ট এর বন্যায় জনজীবনে নেমে আসে চরম দূর্ভোগ।

ছোট বড় নির্বিশেষে সকলেই পার করে অসহনীয় সময়। বন্যাকালীন এবং বন্যা পরবর্তী উভয় সময়ই ছিল খুবই চ্যালেঞ্জিং।

২. এ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিক থেকে নানারকমের ভোগান্তির ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে নারী ও কিশোরীদের।

৩. ভেঙ্গে পড়েছে শারীরিক স্বাস্থ্য, প্রভাব পড়েছে নারী ও কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপরও।

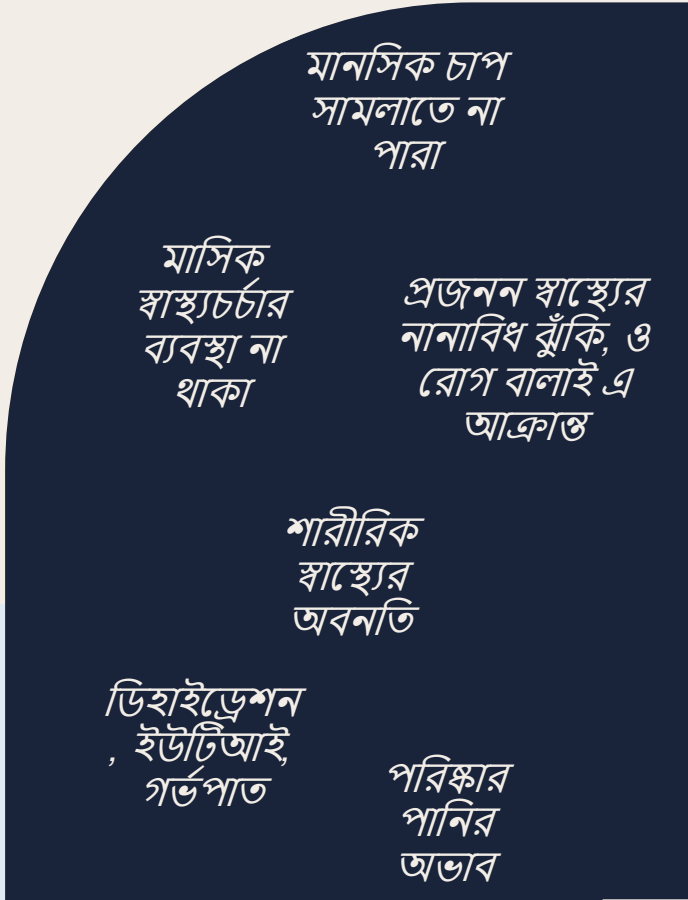

৪. নোয়াখালীতে বন্যার পানের ঢলের সাথে লবণাক্ত পানি ঢুকে পড়ে। এই লবণাক্ত পানি বাসস্থানেও ঢুকে পড়ে; যা নারীর চর্মজনিত ও প্রজনন সমস্যার উদ্রেক করতে পারে।

৫. বহু নারী বন্যার পানিতে আটকে পড়ে নৌকায় দিনযাপন করতে বাধ্য হয়; যেখানে মলমূত্র ত্যাগ, পয়ঃনিষ্কাশন, পরিষ্কার খাবার পানি ও মাসিক স্বাস্থ্যসেবার কোন ব্যবস্থা ছিল না.

৬. অনেক নারী ও কিশোরী ছাদে দিন কাটাতে বাধ্য হয়।

৭. বন্যাকালীন কোন স্যানিটারী প্যাড এর ব্যবস্থা ছিল না -যা দীর্ঘমেয়াদী প্রজনন স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরীর জন্য যথেষ্ট

ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা

০১

০২

০৩

০৪

“

বাস্তুচ্যুত হয়েছে ৫ লাখেরও বেশী মানুষ। সূত্রমতে, ৫৮ লাখ মানূষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

১১ জেলায় মারা গেছে ১৯ জন শিশু ও ৭ জন নারী।

পয়ঃনিষ্কাষনের অভাব ছিল মাত্রাতিরিক্ত। নারীদের স্যানিটেশন বা মেন্সট্রুয়াল হাইজিনের ব্যবস্থা ছিল শূন্য

৪৮ শতাংশ ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে। যার ফলে মানুষ ঘরের ছাদে বা আশ্রয়কেন্দ্রে স্থান নিয়েছে।

০৫

এবারের বন্যায় ভয়, বন্যার ক্ষয়ক্ষতি, পুষ্টিকর খাদ্য ও যত্নের অভাব থেকে বহু নারীর গর্ভপাত হয়েছে বলে ধারণা করছে বিশেষজ্ঞরা।

০৬

গবেষণা আরও বলে, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় অন্তঃসত্ত্বা নারীর সংখ্যা থাকে ১ লাখের বেশী।

“

“ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলার বন্যাদুর্গত হোসনে আরা (৩৮) নিজের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, ‘বন্যার সময় পরিবার নিয়ে আমরা ছাদে থাকতাম। আমাদের কাছে বিশুদ্ধ খাবার পানি বা খাবার কিছুই ছিল না। টয়লেটও ডুবে গিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে মেয়েদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নিশ্চিত সম্ভব হতো না। আমরা কেবল রাতের বেলা শাড়ি দিয়ে ঘিরে টয়লেটের কাজ সারতাম। অনেকেই অসুস্থ হয়ে যেত। এ ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। এই বন্যা আমাদের সবকিছু শেষ করে দিয়েছে।”

শুধু বন্যাকালীন নয় বরং বন্যা পরবর্তী সময়েও নারীর মানসিক স্বাস্থ্য রয়েছ ঝুঁকিতে .....

বেগমগঞ্জ উপজেলার একলাসপুর গ্রামের নারী উদ্যোক্তা নামজা আক্তারের খামারে অর্ধশতাধিক গরু রয়েছে। বন্যায় তার খামারে তিন ফুট পানি উঠেছে। তিনি বলেন, ২০ দিনেরও বেশি সময় ধরে তার খামারে পানি জমে আছে। এতে খামারের ১০টি গরু মারা গেছে। বন্যার কারণে এক মাস খামার থেকে দুধ বিক্রি হয়নি। এতে ব্যাংক ও এনজিও থেকে নেওয়া ঋণ পরিশোধ নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন তিনি।

নোয়াখালী সদর উপজেলার কাদির হানিফ ইউনিয়নের দরবেশপুর গ্রামের নারী উদ্যোক্তা বিবি রহিমা বেবী (৫৫)১৯৯৩ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে গবাদি পশু ও মাছ চাষ শুরু করেন।রহিমা বেবী বলেন,বন্যায় তার এক কোটি টাকার ওপর ক্ষতি হয়েছে।যার ক্ষতিপূরণ তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

করণীয় ....

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি জোরদারকরণ

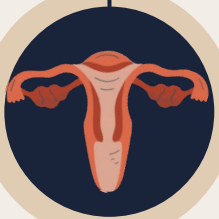

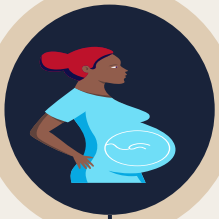

গর্ভবতী নারীর যত্ন

মানসিক স্বাস্থ্যসেবা

প্রজনন স্বাস্থ্যসচেতনতা

১. মাসিক স্বাস্থ্যবিধি: দুর্যোগের সময় নারী ও কিশোরীদের মাসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পণ্য-যেমন, পরিষ্কার পানি, স্যানিটারী প্যাড, সঠিক পরিচ্ছন্নতার পণ্য সরবরাহ করা এবং তাদের ব্যবহারের সাঠক পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করা।

২.গর্ভবতী নারীর যত্ন: দুর্যোগের সময় গর্ভবতী নারীদের জরুরী চিকিৎসা ও প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করা ।

৩.মানসিক স্বাস্থ্যসেবা : দুর্যোগের সময় মানসিক চাপ ও ট্রমা থেকে মুক্তির জন্য নারীদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।বিমেষ করে, কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রমের মাধ্যমে সমর্থন দেয়া ।

৪.প্রজনন স্বাস্থ্যসচেতনতা:স্থানীয় কমিউনিটি এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সহযোগীতায় নারী ও কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

কিছু জরুরী নম্বর--

৯৯৯

জাতীয় জরুরী সেবা

১৬২৬৩

স্বাস্থ্য বাতায়ন

১০৯৪১

দূর্যোগের আগাম বার্তা

৭৮৯৯

মাইন্ডটেল

০৯৬১২-১১৯৯১১

কান পেতে রই

ধন্যবাদ